Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 30-07-2026 18:17 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৩ শ্রাবন্ ।। ১৪৩৩।। বৃহস্পতিবার ৩০ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৪১২ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

অভয়ার বাবা-মায়ের দাবিতে সায়, আর জি করের তদন্তকারী অফিসার বদল

একাধিক মামলায় রক্ষাকবচ অভিষেকের, 'গ্রেপ্তার না করে তদন্তের নির্দেশ দিলে অসুবিধা?', প্রশ্ন হাই কোর্টের

লাদাখ-অরুণাচল সীমান্তে ১২টি জে-২০ যুদ্ধবিমান মোতায়েন চিনের! উপগ্রহ চিত্রে বাড়ছে উদ্বেগ

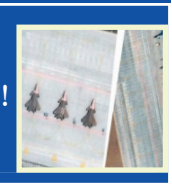

তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সংঘাত

নয়া জামানা ঃ একদিকে কালীঘাট তৃণমূল, অন্যদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল তৃণমূল! গত ২১ জুলাই অর্থাৎ শহিদ দিবসকে ঘিরে নজিরবিহীন দড়ি টানাটানির সাক্ষী থেকেছে বাংলার মানুষ। এবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন নিয়েও সংঘাতের রাস্তায় দুপক্ষ! আগামী ২৮ আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। আর তা পালন করতে চেয়ে কলকাতা পুলিশের কাছে অনুমতি চাইল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল তৃণমূল। গত কয়েকদিন আগেই এই সংক্রান্ত আবেদন কলকাতা পুলিশের কাছে জানানো হয়েছে বলে খবর। তবে এহেন কর্মসূচি পালনে কোনও নির্দিষ্ট কোনও জায়গা নয়, একাধিক জায়গার কথা বলা হয়েছে।

শিল্প সম্মেলন!

নয়া জামানা ঃ বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিল্পের বিনিয়োগে জোর দিয়েছে রাজ্য। সেই লক্ষ্যেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে দুর্গাপুরে বৈঠক করলেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়।বৃহস্পতিবার পশ্চিম বর্ধমানের শিল্পপতি, উদ্যোগপতি ও নবীন উদ্যোক্তাদের নিয়ে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের একটি বেসরকারি হোটেলে বৈঠক করলেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় ও পূর্ত মন্ত্রী অজয় পোদ্দার। ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা মিশ্র। দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়ালও।

মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ নির্যাতিতার মা

নয়া জামানা ঃ ধর্ষণের পর অ্যাসিডে পুড়িয়ে খুন করা হয়েছিল মেয়েকে, অভিযোগ এমনটাই। সেই সময় মমতার পুলিশ গোটা ঘটনাকে আত্মহত্যা বলেই চালানোর চেষ্টা করে বলেই দাবি। তারপর ২ বছর পেরিয়ে গেলেও সুবিচার মেলেনি। পালাবদল হতেই এবার সুবিচারের আশায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হলেন নির্যাতিতার মা। বৃহস্পতিবার নথিপত্র নিয়ে জনতার দরবারে এসেছেন তিনি।

জ্বালানি সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ

সংসদ ভবনে জরুরি সিসিএস বৈঠক ডাকলেন মোদী

নয়া জামানা ঃ আরব দুনিয়ার দ্রুত পরিবর্তনশীল উত্তপ্ত পরিস্থিতি এবং তার জেরে ভারতের জ্বালানি সুরক্ষায় সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে প্রশাসনিক মহলে চরম উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশে অপরিশোধিত তেল ও জ্বালানির অবাধ জোগান বজায় রাখতে সংসদ ভবনেই মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটির জরুরি বৈঠক ডাকলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সংসদের চলমান বাদল অধিবেশনের মাঝেই এই বৈঠকে দেশের নিরাপত্তা, কূটনীতি, অর্থ ও জ্বালানি দফতরের শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত রয়েছেন।প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন কেন্দ্রের প্রথম সারির কেবিনেট মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক ও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা শীর্ষ আধিকারিকেরা। তালিকায় রয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। এ ছাড়াও রয়েছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, কিরেণ রিজিজু, জে পি নাড্ডা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এবং বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন দফতরের উচ্চপদস্থ আমলারাও।সরকারি সূত্রের খবর, আরব দুনিয়ার অশান্ত পরিবেশ ভারতের অপরিশোধিত তেল, বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম সামগ্রী, এলপিজি এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানিতে কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে এই বৈঠকে। আঞ্চলিক সংঘাত আরও বৃদ্ধি পেলে বা যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হলে যাতে কোনওভাবেই অভ্যন্তরীণ বাজারে জ্বালানি সরবরাহে টান না পড়ে, সে জন্য ভারতের প্রস্তুতি এবং আপৎকালীন ব্যবস্থা কতটা মজবুত, তা খতিয়ে দেখছেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং।ভারতের প্রয়োজনীয় অপরিশোধিত তেল ও তরল প্রাকৃতিক গ্যাসের সিংহভাগই আসে আরব দুনিয়ার দেশগুলি থেকে। ফলে ওই অঞ্চলে কোনও বড় মাপের অস্থিরতা তৈরি হলে তা সরাসরি ভারতের অর্থনীতি ও বাজারদরে প্রভাব ফেলার আশঙ্কা থাকে। দেশের শীর্ষ কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও জ্বালানি নেতৃত্বের এই যৌথ উপস্থিতি স্পষ্ট করে দিচ্ছে, নয়াদিল্লি গোটা পরিস্থিতির ওপর কতটা কড়া নজর রাখছে।

রাজ্যে কেমিক্যাল পার্ক গড়ার আর্জি,

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি শমীক ভট্টাচার্যের

নয়া জামানা ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের 'ভাব্য রসায়ন' প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমবঙ্গে একটি কেমিক্যাল পার্ক গড়ে তোলার আর্জি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি লিখলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। চিঠিতে তিনি এই পার্ক তৈরির জন্য একাধিক স্থানের প্রস্তাবও দিয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে সিঙ্গুর, হলদিয়া, রঘুনাথপুর ও দুর্গাপুর।শমীকের বক্তব্য, বাংলায় এই কেমিক্যাল পার্ক গড়ে উঠলে বড় মাপের বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও শিল্পের প্রসার ঘটবে। তবে এর জন্য কেন্দ্রের সঙ্গে যথাযথ সমন্বয় রেখে কাজ করা প্রয়োজন।

কেমিক্যাল হাব তৈরির উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য রাজ্য সরকারকে আর্জি জানিয়েছেন তিনি। নিজে কয়েকটি জায়গার প্রস্তাব দিলেও, রাজ্যের নজরে অন্য কোনও উপযুক্ত স্থান থাকলে তা-ও বিবেচনা করার অনুরোধ জানিয়েছেন শমীক।উল্লেখ্য, দেশে রাসায়নিক শিল্পের পরিকাঠামো আরও মজবুত করতে গত ২৪ জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 'ভারত ঔদ্যোগিক বিকাশ যোজনা রসায়ন' (ভাব্য) প্রকল্পে অনুমোদন দেয়।

এই প্রকল্পের আওতায় মোট ৩,০৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের তিনটি স্থানে তিনটি আধুনিক ও ডেডিকেটেড কেমিক্যাল পার্ক গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি পার্কের জন্য কেন্দ্র সর্বোচ্চ ১ হাজার কোটি টাকা এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে ৫০০ কোটি টাকা দিতে হবে। এই পার্ক গড়তে প্রয়োজন ২ হাজার একর জমি, যার ব্যবস্থা রাজ্যকেই করতে হবে। কেন্দ্রের প্রস্তাবিত তিনটি পার্কের একটি বাংলায় স্থাপনের দাবি নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন শমীক।শমীকের দাবি, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কেন্দ্র ও রাজ্য মিলিয়ে অন্তত ১,৫০০ কোটি টাকার পরিকাঠামো গড়ে উঠবে রাজ্যে। এর ফলে কেমিক্যাল, নির্মাণ, লজিস্টিক ও ক্ষুদ্র-মাঝারি (এমএসএমই) শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়বে। উপকৃত হবে বস্ত্র, ওষুধ, ইলেকট্রনিক্স, কৃষি ও অটোমোবাইল শিল্প। পাশাপাশি আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও কমন এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরির সুযোগও তৈরি হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।চিঠিতে শমীক সুপারিশ করেছেন, কেমিক্যাল হাবের জন্য আবেদন প্রস্তুত করতে একটি আন্তঃবিভাগীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা হোক। তাঁর আর্জি, প্রয়োজনীয় ২ হাজার একর জমির নথিপত্র আগে থেকেই গুছিয়ে রাখা হোক, এবং আগামী বাজেটে পার্কের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হোক। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় রাসায়নিক ও পেট্রোরসায়নিক মন্ত্রকের সঙ্গে রাজ্যকে সমন্বয় রেখে চলার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি এই চিঠির প্রতিলিপি রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় এবং শিল্প সচিবের কাছেও পাঠিয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 30-07-2026 18:17 Page 2

মাটি কাঁপলেই শূন্যে ভাসবে বাড়ি

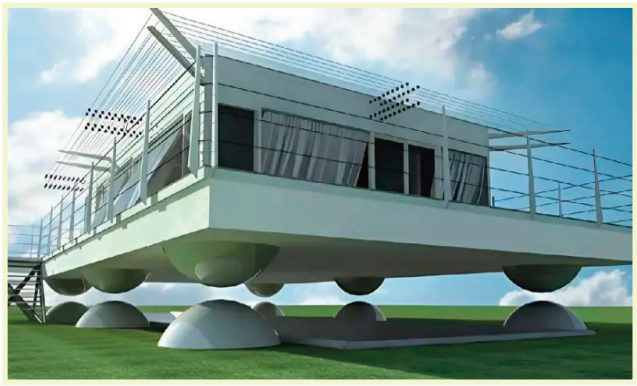

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বাড়ি ভেসে থাকবে শূন্যে? এও সম্ভব! ভূমিকম্পের দেশ জাপান। সেখানকার বাড়িঘর বাঁচাতে এক অভাবনীয় প্রযুক্তি নিয়ে এল 'এয়ার ডানশিন সিস্টেমস' নামের একটি সংস্থা। উদ্ভাবক শোইচি সাকামোটো। তাঁর এই বিশেষ প্রযুক্তিতে ভূমিকম্পের সময়ে আস্ত বাড়িটাই শূন্যে ভেসে থাকবে। কার্যপদ্ধতিটি বেশ সহজ। বাড়ির নীচে একটি 'এয়ার চেম্বার' বা হাওয়া ভরার ঘর থাকে। ভূকম্পন টের পেলেই এক সেকেন্ডের মধ্যে তীব্র চাপে বাতাস ঢুকে বাড়িটিকে মাটি থেকে ৩ সেন্টিমিটার উঁচুতে তুলে দেয়। ফলে মাটির আলোড়ন বাড়ি স্পর্শ করতে পারে না। কম্পন থামলে এটি আবার স্বাভাবিক জায়গায় নেমে আসে। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও আপৎকালীন ব্যাটারিতেই চালু থাকে পুরো ব্যবস্থা।জানা গিয়েছে, খরচের নিরিখে ও এটি তথাকথিত অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে অনেক সস্তা। ইতিমধ্যেই জাপানের প্রায় ৯০টি বাড়িতে এটি সফল ভাবে বসানো হয়েছে। এক পরীক্ষাতেও দেখা গিয়েছে- কৃত্রিম কম্পনের সময়ে শূন্যে ভেসে থাকা বাড়ির ভিতরের আসবাব তো দূর, একটি কাঁচের গ্লাসও উল্টে পড়েনি।তবে আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ডেক স্মিথ কিছুটা সতর্কতার বার্তা দিয়েছেন। তাঁর মতে, অতি তীব্র বা বহুমুখী ভূকম্পনে এটি কতটা কার্যকর হবে, তা আরও যাচাই করা প্রয়োজন। তা সত্ত্বেও, 'কান্টো' বা 'তোহকুর' মতো একের পর এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে জাপানে এই নতুন পদ্ধতি সুরক্ষার দিশা দেখাচ্ছে।

জলের দামে বালুচরি শাড়ি

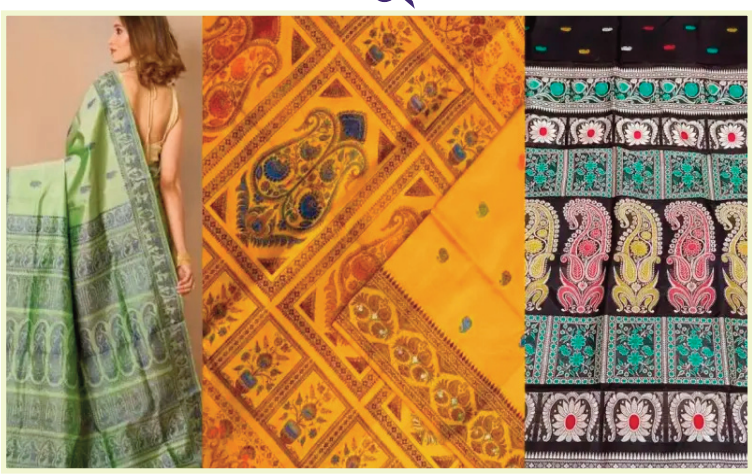

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বাজারের থেকে কম দামে বালুচরি শাড়ি কিনতে চান? তাহলে এবার আপনাকে আসতেই হবে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে। কারণ এখানকার বালুচরে এবার তৈরি হতে চলেছে মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যশালী 'বালুচরি শাড়ির হাব'। প্রতিশ্রুতি দিলেন রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ এবং জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার দপ্তরের মন্ত্রী তথা মুর্শিদাবাদের বিজেপি বিধায়ক গৌরীশংকর ঘোষ। এই 'হাবে'ই মিলবে বাজারের থেকে অপেক্ষাকৃত কম দামে বালুচরী শাড়ি।বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর দেওয়া একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতির মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে জিয়াগঞ্জে 'বালুচরী হাব' তৈরির কথা অন্যদিকে পর্যটন নির্ভর মুর্শিদাবাদের লালবাগ, জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জ শহরের দীর্ঘদিনের 'হকার সমস্যা'র স্থায়ী সমাধান।গৌরীশংকরের দাবি, এর ফলে পর্যটকরা শুধু মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যপূর্ণ স্থাপত্য দেখতেই আসবেন না। তাঁরা এখান থেকে ঐতিহ্যবাহী মুর্শিদাবাদ সিল্ক এবং জিয়াগঞ্জের বিখ্যাত বালুচরী শাড়িও কিনতে পারবেন। এতে পর্যটন বাড়বে এবং স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান হবে।তাঁর ঘোষণা, প্রথমে অস্থায়ীভাবে হকারদের ব্যবসার জায়গা ঠিক করে দেওয়া হবে। তারপর পর্যায়ক্রমে লালবাগ, জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করে সেখানেই হকারদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। একইসঙ্গে হাজারদুয়ারি সংলগ্ন গঙ্গার পাড়ের সৌন্দর্যায়ন পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি।সাংবাদিক সম্মেলনে গৌরীশংকর ঘোষ বলেন, বিগত কংগ্রেস, সিপিএম এবং তৃণমূল সরকারের আমলে নেতা-মন্ত্রীরা হকারদের শুধুমাত্র শোষণ করে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের জন্য কোনও সুবিধা বা ব্যবস্থাই করেননি। মানুষ পেটের তাগিদে হকারি করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু বিজেপি সরকার হকার সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বদ্ধপরিকর।মন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে তিনি লালবাগ শহরের বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করেছেন। লালবাগ হাসপাতালের বিপরীতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যে সম্পত্তি রয়েছে, সেখানেই মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেখানেই হকাররা ব্যবসা করতে পারবেন। ফলে একদিকে যেমন হকারদের রুটি-রুজির ব্যবস্থা হবে, অন্যদিকে লালবাগ শহরকে যানজট মুক্তও করা যাবে।গৌরীশংকরবাবু আরও বলেন, হাজারদুয়ারির পাশে গঙ্গার পাড় বরাবর প্রচুর হকার যত্রতত্র বসে ব্যবসা করেন। তৃণমূলের জমানায় নেতারা বড় বড় হোটেল, অট্টালিকা বানিয়ে নিজেদের সুবিধা ভোগ করেছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের কথা ভাবেননি। তাই আমাদের সরকার দু'টি কাজ একসঙ্গে করবে। একদিকে , হকারদের জন্য নির্দিষ্ট মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করে তাঁদের পুনর্বাসন দেবে ।অন্যদিকে , আরও বেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য দীঘার সমুদ্রের পাড় যেরকম সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, হাজারদুয়ারির গঙ্গার পাড়েরও সেরকম সৌন্দর্যায়ণ করা হবে । তিনি বলেন, আমরা চাই পর্যটকরা এখানে এসে রাত ১০টা পর্যন্ত নির্ভয়ে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে গঙ্গার সৌন্দর্য উপভোগ করুন। সেই ব্যবস্থাই করা হচ্ছে। আগামী অক্টোবরের পর থেকেই গঙ্গার পাড়ের সৌন্দর্যকরণের কাজ শুরু হবে। একইসঙ্গে পাহাড়বাগান কিংবা মতি মহলের সামনেও মার্কেট কমপ্লেক্সের কাজ শুরু হবে,।

শুধু লালবাগ নয়, জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জ শহরেও একই মডেলে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হবে বলে জানান তিনি।

রাজ্যের মন্ত্রী আরও বলেন, আজিমগঞ্জে প্রচুর পর্যটন স্থল রয়েছে, যা প্রচারের অভাবে পড়ে আছে। সেই জায়গাগুলির আধুনিককরণ করে মুর্শিদাবাদের পর্যটন শিল্পকে আরও মজবুত করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

গ্রন্থাগার দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবেও একাধিক ঘোষণা করেন গৌরীশংকরবাবু । তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদের লালবাগ, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জের সরকারি গ্রন্থাগারগুলিকে দ্রুত 'ডিজিটালাইসড' করা হবে। পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে এই লাইব্রেরিতে এসে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারে, তার জন্য আলাদা করে কোচিংয়ের ব্যবস্থাও করা হবে।

পৃথিবীর শেষদিন কি আসন্ন!

'দ্বিতীয় সূর্য' তৈরি করে বিশ্বকে কোন বিপদে ফেলবে চীন?

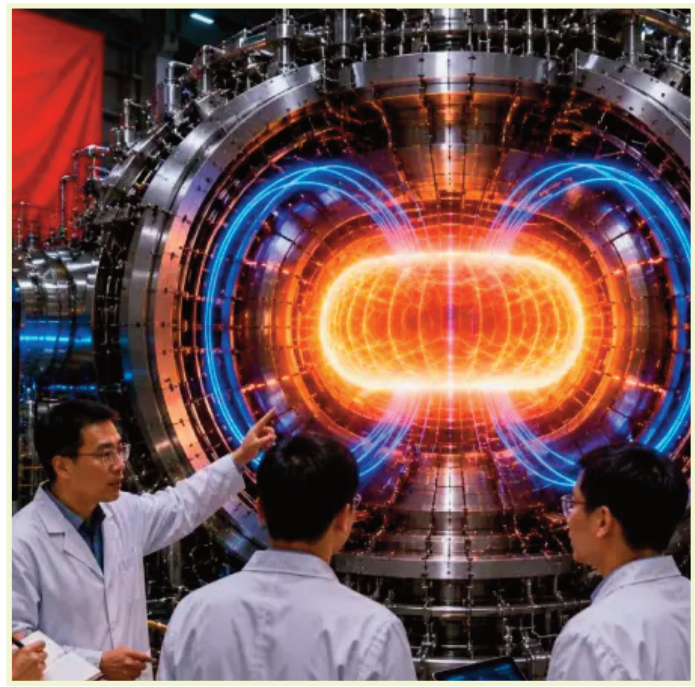

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পরিষ্কার, নিরাপদ এবং কার্যত সীমাহীন শক্তির উৎসের সন্ধানে বিশ্বের বড় শক্তিগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা দীর্ঘদিনের। সেই দৌড়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল চীন। বিশ্বের বৃহত্তম সুপারকন্ডাক্টিং ফিউশন ম্যাগনেট সফলভাবে তৈরি ও পরীক্ষার দাবি করেছে বেজিং। বিজ্ঞানীদের মতে, এই বিশাল ম্যাগনেট ভবিষ্যতে ফিউশন রিঅ্যাক্টরের ভিতরে অত্যন্ত উত্তপ্ত প্লাজমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর ফলে বাণিজ্যিকভাবে ফিউশন বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য বাস্তবায়নের দিকে চীন আরও এগিয়ে গেল।

৫৮২ টনের বিশাল ম্যাগনেট

নতুন এই ফিউশন ম্যাগনেটটির দৈর্ঘ্য প্রায় ২১ মিটার, প্রস্থ ১২ মিটার এবং ওজন ৫৮২ টন। আকারে এটি ইংরেজি ডি অক্ষরের মতো। ওজনের দিক থেকে এটি একটি সম্পূর্ণ বোঝাই বোয়িং ৭৪৭ বিমানের থেকেও বেশি বলে জানানো হয়েছে।এই ম্যাগনেটের কাজ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা নয়, বরং ফিউশন রিঅ্যাক্টরের ভিতরে থাকা অত্যন্ত উত্তপ্ত প্লাজমাকে রিঅ্যাক্টরের দেওয়াল থেকে দূরে রাখা। বিজ্ঞানীরা একে অনেক সময় 'অদৃশ্য চৌম্বকীয় খাঁচা' বলে উল্লেখ করেন।

সূর্যের কেন্দ্রের থেকেও ১০ গুন বেশি তাপমাত্রা

ফিউশন বিক্রিয়ার জন্য হাইড্রোজেনকে এতটাই উত্তপ্ত করা হয় যে তা প্লাজমায় পরিণত হয়। চীনের লক্ষ্য এই প্লাজমার তাপমাত্রা প্রায় ১৫০ মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ১৫ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে দেওয়া, যা সূর্যের কেন্দ্রের আনুমানিক ১৫ মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার প্রায় ১০ গুন।সূর্যের মতো বিশাল মহাকর্ষ পৃথিবীতে না থাকায় বিজ্ঞানীদের অনেক বেশি তাপমাত্রা তৈরি করতে হয়, যাতে হাইড্রোজেনের পরমাণুগুলি একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করতে পারে।

একই যন্ত্রে চরম গরম ও চরম ঠান্ডা

এই প্রযুক্তির সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক হল, যেখানে প্লাজমার তাপমাত্রা থাকবে ১৫ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস, সেখানে সেটিকে ঘিরে থাকা সুপারকন্ডাক্টিং ম্যাগনেটকে রাখতে হবে মাত্র মাইনাস ২৬৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, অর্থাৎ পরম শূন্য তাপমাত্রার মাত্র কয়েক ডিগ্রি উপরে।এত কম তাপমাত্রায় সুপারকন্ডাক্টর কোনও শক্তি অপচয় ছাড়াই বিপুল পরিমাণ বৈদ্যুতিক প্রবাহ বহন করতে পারে। এই ম্যাগনেটকে ১ লক্ষ অ্যাম্পিয়ারেরও বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহ দীর্ঘ সময় ধরে বহন করতে হবে, যাতে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে প্লাজমাকে স্থির রাখা যায়।

৬০ বছর কাজ করার লক্ষ্য

চীনের দাবি, এই সুপারকন্ডাক্টিং ম্যাগনেটকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে এটি প্রায় ৬০ বছর নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করতে পারে। এই দীর্ঘ সময়ে এটিকে তীব্র বিকিরণ, প্রবল চৌম্বকীয় চাপ এবং যান্ত্রিক চাপ সহ্য করেও কার্যক্ষম থাকতে হবে। এমন প্রযুক্তি তৈরি করাই বিজ্ঞানীদের কাছে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ।

কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ফিউশন শক্তি?

বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় জীবাশ্ম জ্বালানি বা প্রচলিত পারমাণবিক বিভাজন প্রযুক্তির মাধ্যমে। কিন্তু নিউক্লিয়ার ফিউশন-কে ভবিষ্যতের পরিচ্ছন্ন শক্তির উৎস হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ এতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন হয় না, পারমাণবিক দুর্ঘটনার ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম এবং দীর্ঘমেয়াদি তেজস্ক্রিয় বর্জ্যও অনেক কম তৈরি হয়। এছাড়া সমুদ্রের জলে থাকা হাইড্রোজেন থেকেই এই জ্বালানি পাওয়া সম্ভব।চীন ২০৩০ সালের কাছাকাছি পরীক্ষামূলকভাবে ফিউশন শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করলেও, বিশেষজ্ঞদের মতে বাণিজ্যিকভাবে এই প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হতে এখনও আরও কয়েক বছর, এমনকি কয়েক দশকও সময় লাগতে পারে। তবুও এই সাফল্যকে ভবিষ্যতের পরিচ্ছন্ন জ্বালানি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলেই মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 30-07-2026 18:17 Page 3

প্রণয়িতা দাসকে ঘিরে বিক্ষোভ, চলল ডিম থেরাপি

বাবলু রহমান , নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাসের মেয়ে তথা জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ প্রণয়িতা দাসকে ঘিরে তীব্র বিক্ষোভের ঘটনায় বৃহস্পতিবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানা এলাকা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় বিজেপি কর্মী ও সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার চালানো হয়েছে। সেই ক্ষোভ থেকেই এ দিন রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সামিল হন বহু মহিলা। অভিযোগ, আদালতের নির্দেশে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রণয়িতা দাস কোতোয়ালি থানায় পৌঁছতেই একদল মহিলা তাঁর গাড়ির পথ আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিক্ষোভকারীরা গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছোড়েন। পরে পুলিশ তাঁকে নিরাপদে বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে বিক্ষোভকারীদের

একাংশ পুলিশের কাছ থেকে তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়ে মারধর করেন বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রের দাবি, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই কৃষ্ণ দাস ও তাঁর মেয়ে প্রণয়িতা দাস আত্মগোপন করে ছিলেন। অভিযোগ, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর ছয়জন বিজেপি কর্মীর ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলার ঘটনায় তাঁদের নাম জড়িয়েছে। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূলের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বিক্ষোভকারী মহিলাদের দাবি, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী।

মাদারিহাটে ধানক্ষেতে ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নয়া জামানা,আলিপুরদুয়ার ঃ মাদারিহাটের পূর্ব খয়েরবাড়ি এলাকায় ধানক্ষেত থেকে এক ব্যক্তির ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার রাতে পূর্ব খয়েরবাড়ি এলাকার একটি ধানক্ষেত থেকে জাতরু ওরাও (৪৫)-এর দেহ উদ্ধার করে মাদারিহাট থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জাতরু ওরাও শ্বশুরবাড়ি পূর্ব খয়েরবাড়িতে বসবাস করতেন। তাঁর বাড়ি শিশুবাড়ি সংলগ্ন চাপাগুঁড়ি এলাকায়। তিনি পেশায় দিনমজুর ছিলেন।মৃতের স্ত্রী লুন্ড্রি ওরাও জানান, বুধবার বিকেল কাজ শেষে বাড়ি ফিরে প্রায় ৫টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন জাতরু। রাতে

বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরের একটি ধানক্ষেতে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।খবর পেয়ে মাদারিহাট থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে ঘটনার জেরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অভিষেকের চিকিৎসা হোক ডায়মন্ড হারবারেই' - কটাক্ষ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার

সীতারাম মুখোপাধ্যায়, নয়া জামানা,বার্নপুর ঃ বার্নপুর নরসিংবাঁধের বালাজী ধামে বৃহস্পতিবার সকালে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। অনুষ্ঠান শেষে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল কংগ্রেস, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা প্রকল্প, সেবাশ্রয় এবং দুর্নীতি সহ একাধিক বিষয়ে আক্রমণ করেন।মন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্রে একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কথায়, দ স্ট্রং অপজিশন, স্ট্রং ক্রিটিসিজিম ও হেলি্থ ক্রিটিসিজিম দ সবই গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু যেভাবে তৃণমূল ভেঙে পড়েছে, তাতে তারা কতটা কার্যকর বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে পারবে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাক্তন ব্যক্তিগত সহকারী সুমিত রায় প্রসঙ্গ তুলে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা নানা আর্থিক লেনদেন ও অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত হওয়া উচিত। তিনি আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিয়ে বলেন, অন্যথায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও কলকাতা পুলিশ তাঁকে খুঁজে বের করবে।তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদঅভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশে চিকিৎসা

নিয়েও কটাক্ষ করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যে যখন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলার দাবি করা হয়েছে, তখন চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন কি ? তাঁর দাবি, ডায়মন্ড হারবারের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালেই আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব। তার অন্য কোন জায়গায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই।অন্নপূর্ণা যোজনা প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, সরকারের লক্ষ্য ছিল লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রকৃত উপভোক্তাদের এই প্রকল্পের আওতায় আনা। তবে যাচাই-বাছাইয়ে বহু অযোগ্য ব্যক্তির নাম উঠে আসায় নিয়মে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি বলেন, যাঁরা প্রকৃত উপভোক্তা হয়েও এখনও সুবিধা পাচ্ছেন না, তাঁদের অভিযোগ লিখিতভাবে জানালে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মিনার মন্ডলের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নগদের পাশাপাশি সোনার বার ও বিস্কুট উদ্ধারের ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী বলেন , এই অর্থ সাধারণ মানুষের সম্পদ লুট করে অর্জিত হয়েছে। কয়লা, বালি, পাথর-সহ বিভিন্ন অবৈধ ব্যবসার মাধ্যমে এই বিপুল অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। আগের সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগও তোলেন তিনি।মিড ডে মিলে ডিমের পরিবর্তে নিরামিষ খাবার নিয়ে বিতর্কের প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, নিরামিষ খাবারও যথেষ্ট পুষ্টিকর হতে পারে।

তবে যেসব ছাত্রছাত্রী ডিম খেতে চায়, তাদের জন্য ডিমের ব্যবস্থাও সরকার বজায় রেখেছে। তাঁর বক্তব্য, শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিত করাই রাজ্য সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

পদ্মার জলস্তর বাড়তেই তারানগরে ফের ভাঙনের আতঙ্ক, রাত জেগে নদীপাড় পাহারা গ্রামবাসীদের

নয়া জামানা,লালগোলা ঃ চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের পর থেকেই পদ্মা নদীর জলস্তর ধারাবাহিকভাবে বাড়তে শুরু করেছে। আর সেই সঙ্গে মুর্শিদাবাদের লালগোলা ব্লকের ভাঙনপ্রবণ তারানগর ও রাধাকৃষ্ণপুর এলাকায় ফের আতঙ্কের আবহ তৈরি হয়েছে। গত মঙ্গলবার থেকে পদ্মাপাড়ে মৃদু ভাঙন শুরু হওয়ায় ঘুম উড়েছে কয়েকশো পরিবারের। নদীর গতিপ্রকৃতির উপর নজর রাখতে এখন থেকেই রাত জেগে পাহারা দিচ্ছেন গ্রামবাসীদের একাংশ।স্থানীয়দের বক্তব্য, গত বছরও আগস্ট মাসের শুরুতে অল্প অল্প করে নদীপাড় ভাঙতে শুরু করেছিল। প্রথমদিকে ভাঙনের মাত্রা কম থাকায় বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু ২০২৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে মাত্র দু'ঘণ্টার ভয়াবহ তাণ্ডবে রাক্ষুসে পদ্মা গ্রাস করেছিল একাধিক বসতবাড়ি, বিস্তীর্ণ চাষের জমি এবং আম-লিচুর বাগান। শতাধিক পরিবার সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই এবার আগাম সতর্কতা অবলম্বন করছেন এলাকাবাসী।এরই মধ্যে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। পাশাপাশি বিহার, ঝাড়খণ্ড ও উত্তরপ্রদেশেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেচদপ্তর সূত্রের খবর, ওই রাজ্যগুলিতে ভারী বৃষ্টি

হলে গঙ্গা-পদ্মার উজানে জল বৃদ্ধি পেয়ে আগামী সপ্তাহে পদ্মার জলস্তর আরও বাড়তে পারে। সেই আশঙ্কায় লালগোলার ভাঙনপ্রবণ এলাকাগুলিতে নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।সেচদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সোমবার পর্যন্ত পদ্মা নদীর জলস্তর ছিল ১৯.২৬ মিটার। নদীর বিপদসীমা ২১.৯০ মিটার হওয়ায় বর্তমানে জলস্তর বিপদসীমার ২.৬৪ মিটার নিচে রয়েছে। দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, মঙ্গলবার ও বুধবার জলস্তর নতুন করে বাড়েনি। তবে গঙ্গা-পদ্মার উজানে ভারী বৃষ্টিপাত হলে আগামী সপ্তাহে জলস্তর বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজর রাখা হচ্ছে। একই সঙ্গে ভাঙনপ্রবণ এলাকাগুলিও পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।গত দু'বছরে পদ্মার ভয়াবহ ভাঙনে তারানগর ও রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার কারণেই এবার জল বাড়তে শুরু করতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে নদীপাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে।এদিকে, সম্প্রতি প্রায় ৭ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তারানগরে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ শেষ হয়েছে। তবে স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করায় কাজের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি জায়গায় মাটি ধসে পড়েছে, জিওব্যাগের মাটি গলে বেরিয়ে আসছে এবং নদীপাড়ের বিভিন্ন অংশে ফাটলও দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ।স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ জাকারিয়া বলেন, তারানগরে নদীপাড়ের দু-একটি জায়গা থেকে ইতিমধ্যেই অল্প অল্প করে মাটি ধসছে।

জলস্তর আরও বাড়লে ভাঙন অনেক বেশি চওড়া হবে। এবার পদ্মা কত পরিবারের মাথার উপর থেকে ছাদ কেড়ে নেবে, তা ভেবেই আতঙ্কে রয়েছি।প্রশাসন ও সেচদপ্তর পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখার আশ্বাস দিলেও, গত বছরের ভয়াবহ স্মৃতি এখনও তাজা।

তাই বর্ষার মাঝামাঝি সময়ে পদ্মার জল বাড়তে শুরু করতেই লালগোলার নদীপাড়ে ফের অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের কালো ছায়া নেমে এসেছে।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 30-07-2026 18:17 Page 4

নৌকা চালানো থেকে কোটি টাকার সাম্রাজ্য

গৌড়বঙ্গের অনুপ্রেরণা

শিল্পপতি রউফ

টিনা প্রামানিক ।। নয়া জামানা ।। মালদা

সুজাপুর থেকেই উঠে আসার গল্পটা অন্য যেকোনো রূপকথার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব এবং সংগ্রামের। মালদার এক অতি সাধারণ পরিবারের জীবনসংগ্রাম আর অভাবের অন্ধকার থেকে শুরু হয়েছিল তাঁর এই নাছোড়বান্দা লড়াই। কিন্তু সব প্রতিকূলতা জয় করে সুজাপুর থেকেই উঠে আসার সেই অবিশ্বাস্য গল্প আজ গৌড়বঙ্গের হাজারো তরুণের সামনে আত্মবিশ্বাসের এক মহাকাব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চারপাশের সাধারণ মানুষের দিন আনা দিন খাওয়ার লড়াই, ক্ষেতের ফসল বোনা আর ভাগ্যের ওপর ভরসা করে টিকে থাকার যে প্রথাগত গ্রামীণ জীবনচিত্র, সেখানেই এক সাধারণ পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন আলহাজ আব্দুল রউফ। বর্তমান বয়স ৫৭ বছর। তাঁর শৈশবের দিনগুলো ছিল আর দশটা সাধারণ গ্রামীণ শিশুর মতোই অথচ চোখের গভীরে ছিল এক অদৃশ্য আগ্নেয়গিরি নিজের ভাগ্যকে নিজে গড়ে তোলার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।প্রাথমিক বিদ্যালয় সুজাপুরেই ও সুজাপুর নয়মৌজা হাই স্কুলে কাটানো দিনগুলোয় পড়াশোনার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল প্রশ্নাতীত। বইয়ের পাতার প্রতিটি অক্ষর তাঁকে এক গভীর ভালোবাসায় টেনে নিত এক অদেখা পৃথিবীর দিকে। শিক্ষকদের প্রিয় ছাত্র হিসেবে নাম কামালেও তাঁর ভাগ্যের আকাশে মেঘের ঘনঘটা জমতে সময় লাগেনি। একের পর এক আর্থিক সংকট যখন তাঁর পরিবারকে পিষে ফেলছিল তখনো তিনি পড়াশোনা ছাড়েননি। নৌকা চালিয়ে রোজগার করতেন তিনি। অবশেষে চরম প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েই তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফলতা লাভ করেন।

উচ্চ মাধ্যমিক পাসের পর যখন হাজারো স্বপ্নের ডানা মেলে ধরা দরকার তখনই বাস্তবতার নির্মম কড়া নাড়া শুনতে পান তিনি। আর্থিক দৈন্যদশা এতটাই প্রকট হয়ে ওঠে যে,

একটি ভালো কলেজে ভর্তি হওয়া কিংবা পড়াশোনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা তাঁর জন্য আকাশকুসুম কল্পনায় পরিণত হয়। অর্থের অভাবে স্বপ্নের কলেজ শিক্ষা থমকে গেল ঠিকই কিন্তু থমকে যায়নি তাঁর ভেতরের আত্মবিশ্বাস ও সংগ্রাম করার অদম্য মানসিকতা।কলেজের দরজায় তালা পড়ে যাওয়ার পর বাড়ন্ত বয়সের তরুণ আব্দুল উপলব্ধি করেন, ঘরে বসে থেকে অনুশোচনা করার সময় এটা নয়।

পরিবারকে কিছুটা আর্থিক স্বস্তি দিতে এবং নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে মাত্র ১৯ বছর বয়সে ঘরের মায়া ছেড়ে চেনা সুজাপুরের পথ ধরে তিনি পাড়ি জমান সুদূর মহানগরী কলকাতায়।

আশি ও নব্বইয়ের দশকের কলকাতা তখন এক বিশাল কর্মযজ্ঞের কেন্দ্র। রাজপথের ব্যস্ততা, ট্রামের টুংটাং শব্দ আর অগণিত মানুষের ভিড়ে নিজের স্থান করে নেওয়া ছিল এক পর্বতসম চ্যালেঞ্জ। কোনো বড় আত্মীয়ের ছায়া ছিল না, ছিল না কোনো সুপারিশপত্র। শহরের এক কোণে ছোট ঘরে ঠাঁই নিয়ে তিনি যুক্ত হলেন কলকাতা মেট্রো রেলে শ্রমিকের কাজে।

কাজের শেষে দীর্ঘ ক্লান্তি কোনো কিছুই তাঁর লক্ষ্যকে নড়বড়ে করতে পারেনি।একটানা ১ বছর তিনি এই লেবারের কাজ দিনরাত এক করে করে গেছেন। তারপর ১৯৮২ সালে ত্রিপুরায় গিয়ে প্রথম ১০ জন শ্রমিক সরবরাহের কাজ শুরু করেন।

মানুষের জীবনে সংকট কখনো একা আসে না। আশি ও নব্বইয়ের দশকের সেই লড়াইয়ের দিনগুলোতেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে নেমে আসে এক চরম ও মর্মান্তিক কালবৈশাখী ঝড়। ১৯৮১ সাল, নদী পারাপারের এক সাধারণ নৌযাত্রায় এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কিন্তু ভাগ্যচক্রে তিনি বেঁচে ফেরেন। ১৯৮৩ সালে জীবনে নতুন করে বসন্তের আগমন ঘটে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসারে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন।

১৯৮৩ সালে শুরু করেন শ্রমিক সরবরাহের কাজ। তারপর একে একে ভারতের ১৬ টি রাজ্যে তিনি সেই কাজ শুরু করেন। ১০ জন দিয়ে শুরু হওয়া শ্রমিক সরবরাহের এই কাজ তিনি শেষ করেন ৩০ হাজার শ্রমিক দিয়ে।এরপর তিনি নিজ জেলায় ফিরে আসেন। মালদা, মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুরে গড়ে তোলেন ৩ টি সোনা ও হীরের শোরুম। ১৮ মাইলে একটি কলেজও তৈরি করেন তিনি। এরপর একে একে শুরু করেন আবাসন তৈরির ব্যবসা ও একটি নার্সিংহোম।বর্তমানে তার মাধ্যমে ৭০০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

আব্দুল রউফের ব্যবসায়িক ও জীবনমুখী দর্শন অত্যন্ত স্পষ্ট ও নিরাভরণ। তাঁর মতে, কাজের মধ্যে কোনো ছোট-বড় ভেদ নেই। একজন সাধারণ শ্রমিক যদি নিজের কাজে সৎ এবং একনিষ্ঠ থাকেন তবে সেখান থেকেই হাজার কোটি টাকার উদ্যোগের জন্ম দেওয়া সম্ভব।তাঁর মতে, মালদা বা উত্তরবঙ্গে কোনো বড় ভারী শিল্প বা ইন্ডাস্ট্রি নেই বলেই মানুষ বাইরে চলে যায়।

কিন্তু আমরা যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকি, তবে কোনোদিন পরিবর্তন আসবে না।ছোট ছোট উদ্যোগই কালক্রমে বিশাল কারখানায় রূপ নেয়। তিনি মনে করেন একা বড় হওয়া কোনো বড় কথা নয়, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে বড় হওয়াই প্রকৃত সাফল্য। কারখানা বা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে শত শত মানুষ কাজের সাথে যুক্ত হয়, অর্থনীতি সচল থাকে। স্থানীয় অর্থনীতির সাথে সাথে প্রতিটি মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি,তাই শুধু অর্থ উপার্জন নয়, সেবা প্রদানই ব্যবসার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সুজাপুরের ধুলোবালি থেকে শুরু করে ৭০০ পরিবারের অন্নসংস্থান, বস্ত্রশিল্প থেকে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলার এই মহাকাব্যিক গল্পটি কোনো চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের চেয়ে কম নয়।

আব্দুর রউফ প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, ভাগ্য আগে থেকে নির্ধারিত থাকে না, কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য, আত্মত্যাগ এবং স্পষ্ট লক্ষ্যের মাধ্যমে নিজের ভাগ্য নিজেই লিখে নেওয়া যায়। আজ যখন গৌড়বঙ্গের কোনো তরুণ উদ্যোক্তা নিজের একটি ছোট ব্যবসা শুরু করার স্বপ্ন দেখেন তখন আব্দুর রউফের নাম তাঁদের সামনে এক উজ্জ্বল বাতিঘর হয়ে ভেসে ওঠে।

প্রতিকূলতা আসবে, আঘাত আসবে, অভাব পথ আটকে দাঁড়াবে কিন্তু স্বপ্ন দেখার সাহস যদি থাকে আর লড়াইয়ের জেদ যদি অটুট থাকে তবে শূন্য থেকেও সুউচ্চ শিখরে পৌঁছানো সম্ভব।

রউফ কেবল একজন সফল ব্যবসায়ী নন তিনি বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি ও আত্মনির্ভরশীলতার এক চিরভাস্বর জীবন্ত কিংবদন্তি। তিনি আহ্বান জানিয়েছেন নতুন প্রজন্মের তরুণ তরুণীদের, শিল্প

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।